الإنفاق في سبيل الله

আল্লাহর পথে ব্যয়

সংকলন ও সম্পাদনায়ঃ আবু উসামা

التحميد
AT TAHMID

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

আল্লাহর পথে ব্যয়

আবু উসামা

الإنفاق في سبيل الله

আল্লাহর পথে ব্যয়

আবু উসামা

প্রথম প্রকাশ ঃ মে ২০১৫ ইং
রজব ১৪৩৬ হিজরী

প্রকাশনায় ঃ আত তাহমীদ প্রকাশনী

সর্বস্বত্ব ঃ প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রকাশকের অনুমতি প্রসঙ্গে

মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষে, কোন রকম পরিবর্তন ও পরিবর্ধন ব্যতিত বিনামূল্যে সম্পূর্ণ ফ্রী বিতরণের জন্য ছাপাতে চাইলে প্রকাশক কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করার অনুরোধ রইল।

মূল্য ঃ ২০.০০ টাকা মাত্র

Allahor Pathe Bay

Written By: Abu Usamah

Published By : At Tahmid Prokashoni

First Print : 2015

Price : Taka 20.00 Only

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّاٰتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ، وَمَنْ يُّضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ

সূচীপত্র

* আল্লাহর পথে ব্যয় বলতে যা বুঝায়। ০৪
* الإنفاق فى سبيل الله সম্পর্কে আল্লাহর নির্দেশ। ০৪
* বিপদের দিন আসার পূর্বেই ব্যয় কর। ০৫
* মৃত্যু আসার পূর্বেই ব্যয় কর। ০৫
* আল্লাহর পথে ব্যয়ের মর্যাদা। ০৬
* আল্লাহর পথে ব্যয় করার দৃষ্টান্ত। ০৭
* আল্লাহকে ঋণ প্রদান। ০৯
* আল্লাহর পথে আগে দানকারীর মর্যাদা। ০৯
* আল্লাহর পথে দানকারীকে দিগুণ পুরস্কার দেয়া হবে। ১০
* দান করলে আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রতিদান দেন। ১০
* প্রিয় বস্তু আল্লাহর পথে ব্যয় করা। ১১
* সচ্ছল ও অসচ্ছল অবস্থায় আল্লাহর পথে ব্যয় করা। ১২
* দিবা-রাত্রি, প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সর্বাবস্থায় আল্লাহর পথে ব্যয় করা। ১৩
* সামর্থানুযায়ী আল্লাহর পথে ব্যয় করা। ১৪
* বিত্তবান সামর্থানুযায়ী আল্লাহর পথে ব্যয় করবে। ১৫
* মুজাহিদ ও তার পরিবারকে সহযোগিতা করা। ১৫
* মুমিনদের ব্যয়। ১৬
* মুনাফিকদের ব্যয়। ১৮
* কাফিরদের ব্যয়। ১৮
* কাফিরদের দানের উপমা। ২০
* দানের ব্যাপারে সতর্কতা। ২০
* কার্পণ্যতা না করা। ২১
* কৃপণতার পরিণতি। ২২
* লোক দেখানোর জন্য ব্যয় না করা। ২২
* সর্বোত্তম ব্যয়। ২৩
* আল্লাহর পথে ব্যয় না করার পরিণাম। ২৪

আল্লাহর পথে ব্যয় বলতে যা বুঝায়।

আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয় যাকে আরবীতে الإنفاق فى سبيل الله বলা হয়। إنفاق শব্দটি نفق মূলধাতু থেকে উৎপত্তি হয়েছে। نفق অর্থ সুড়ঙ্গ, যার উভয় মুখ খোলা। অর্থাৎ যার একদিক দিয়ে প্রবেশ করে অন্যদিক দিয়ে বের হওয়া যায়। মুমিনদেরকে আল্লাহ তা'আলা যে সম্পদ দান করেছেন তা পুঞ্জিভূত হয়ে থাকার জন্য নয়। বরং তা আল্লাহর পথে ব্যয় করতে হবে। আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয় তথা জিহাদ ফি সাবিলিল্লায় অর্থ ব্যয়ের গুরুত্ব অপরিসীম। আল্লাহ রব্বুল আলামীন কুরআনুল কারীমের যেখানেই জান দেয়ার কথা বলেছেন, সেখানেই সম্পদের কথাও উল্লেখ করেছেন। সম্পদ ও জীবনের কুরবানী ছাড়া আল্লাহর দ্বীন কায়েম হওয়া সম্ভব নয়। বিশেষ করে জিহাদের পূর্ব শর্ত হিসেবে জানের পূর্বে আল্লাহ তা'আলা মালের কথা বলেছেন। কারণ মানুষ আগে যদি ধন-সম্পদের মায়া-মুহাব্বাত ত্যাগ করতে পারে তাহলে পরে জানের মুহাব্বাত ত্যাগ করে আল্লাহর পথে শহীদ হতে পারবে।

اَلْإِنْفَاقُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ সম্পর্কে আল্লাহর নির্দেশ।

মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا أَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ

অর্থঃ হে ঈমানদারগণ! যে সম্পদ তোমরা নিজেরা উপার্জন করেছ, সে পবিত্র (সম্পদ) এবং যা কিছু আমি তোমাদের জন্য যমীন থেকে বের করেছি, তার থেকে (একটি) উৎকৃষ্ট অংশ (আল্লাহর পথে) ব্যয় কর। (সূরা বাকারাহ্ ২ ঃ ২৬৭)

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন-

اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَأَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِيْنَ فِيْهِ فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوْا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيْرٌ

অর্থঃ তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান আনো এবং আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে যা কিছুর উত্তরাধিকারী করেছেন তা হতে ব্যয় করো। অনন্তর তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে ও ব্যয় করে, তাদের জন্য রয়েছে মহা পুরস্কার।

(সূরা আল হাদিদ ৫৭ ঃ ৭)

* বিপদের দিন আসার পূর্বেই ব্যয় কর।

মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ

অর্থঃ হে ঈমানদারগণ! তোমরা আমার দেয়া ধন-সম্পদ থেকে (আমার পথে) ব্যয় করো- সে দিনটি আসার আগে, যেদিন কোন রকম বেচা-কেনা, বন্ধুত্ব ও ভালোবাসা থাকবে না- আর থাকবে না কোন রকমের সুপারিশ। (এ দিনের) অস্বীকারকারীরাই হচ্ছে যালিম। (সূরা বাকারাহ্ ২ ঃ ২৫৪)

আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তারা যেন সুপথে নিজেদের মাল খরচ করে, তাহলে আল্লাহর নিকট তার পূন্য জমা থাকবে। অতঃপর তিনি বলেন, তারা যেন তাদের জীবদ্দশাতেই কিছু দান-খয়রাত করে। কেননা কিয়ামতের দিন না ক্রয়-বিক্রয় চলবে, না পৃথিবী পরিমাণ সোনা দিয়ে জীবন রক্ষা করা যাবে, না কারও বংশ, বন্ধুত্ব ও ভালোবাসা কোন কাজে আসবে। যেমন- কুরআনুল কারীমের অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন,

فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ

অর্থাৎ যখন শিঙ্গায় ফুঁৎকার দেয়া হবে সে দিন না তাদের মধ্যে বংশ পরিচয় থাকবে, না একে অপরের অবস্থা জিজ্ঞাসাবাদ করবে।[১] সেদিন সুপারিশকারীর সুপারিশ কোন কাজে আসবে না।

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন, কাফিররাই অত্যাচারী। অর্থাৎ পূর্ণ অত্যাচারী তারাই যারা কুফরের অবস্থাতে আল্লাহ তা'আলার সাথে সাক্ষাত করে। আতা ইবনে দীনার (রহঃ) বলেন, আমি মহান আল্লাহর নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি যে, তিনি কাফিরদেরকে অত্যাচারী বলেছেন। কিন্তু অত্যাচারীদেরকে কাফির বলেননি।[২]

* মৃত্যু আসার পূর্বেই ব্যয় কর।

---

[১] সূরা মু'মিনুন ২৩ ঃ ১০১।

[২] তাফসীর ইবনে কাসীর, উপরোক্ত আয়াতের তাফসীর দ্রষ্টব্য।

মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন-

وَأَنْفِقُوْا مِنْ مَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُوْلَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيْبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِيْنَ - وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللّٰهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللّٰهُ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

অর্থঃ আমি তোমাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তোমরা তা থেকে (আল্লাহর পথে) ব্যয় করো তোমাদের কারো মৃত্যু আসার আগেই। (অন্যথায় অনুতাপ অনুশোচনা করে বলতে হবে) হে আমার রব! আমাকে যদি অল্প কিছু সময়ের জন্যে অবকাশ দিতে, তাহলে আমি (তোমার পথে) দান-খয়রাত করতাম এবং নেককার লোকদের একজন হয়ে যেতাম। কিন্তু কারো মৃত্যুর নির্ধারিত সময় আসার পর আল্লাহ তা'আলা তাকে কিছুতেই অবকাশ দেবেন না। তোমরা (দুনিয়ার জীবনে) যা কিছু করেছো, আল্লাহ তা'আলা সে সম্পর্কে পুরোপুরি অবহিত রয়েছেন। (সূরা মুনাফিকুন ৬৩ ঃ ১০ - ১১)

আল্লাহর পথে ব্যয়ের মর্যাদা।

মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন-

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِيْنَ أُحْصِرُوْا فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيْمَاهُمْ لَا يَسْأَلُوْنَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللّٰهَ بِهِ عَلِيْمٌ

অর্থঃ এটা (যাকাত) প্রাপ্য সেসব অভাবগ্রস্ত লোকদের, যারা আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠায় নিয়োজিত থাকায় জীবিকার জন্য জমিনে পদচারণা করতে পারে না এবং (আত্মসম্ভ্রমের কারণে) কারও নিকট হাত পাতে না বলে অজ্ঞ লোকেরা তাদের অভাবমুক্ত মনে করে। তোমরা তাদের (দারিদ্রের) লক্ষণ দেখে চিনতে পারবে। তারা মানুষের নিকট মিনতি করে যাচনা করে না। আর যে কল্যাণকর কিছু তোমরা ব্যয় করো, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা তা সবিশেষ অবহিত। (সূরা বাকারাহ ২ ঃ ২৭৩)

হাদিসে বর্ণিত হয়েছে-

عَنْ أَبِيْ مَسْعُوْدِ الْاَنْصَارِيِّ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ بِنَاقَةٍ مَخْطُوْمَةٍ فَقَالَ هٰذِهِ فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "لَكَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سَبْعُ مِأَةِ نَاقَةٍ كُلُّهَا مَخْطُمَةٌ"

অর্থঃ আবু মাসউদ আনসারী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা এক ব্যক্তি একটি উটনী লাগামসহ নিয়ে এসে বলল, এটা আল্লাহর পথে (দান করলাম)। তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এর বিনিময়ে কিয়ামতের দিন তুমি সাতশ উটনী লাভ করবে যার প্রত্যেকটি লাগামসহ হবে।[১]

* আল্লাহর পথে ব্যয় করার দৃষ্টান্ত।

মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন-

مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِئَةُ حَبَّةٍ وَاللّٰهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ

অর্থঃ যারা আল্লাহ তা'আলার পথে নিজেদের ধন সম্পদ ব্যয় করে, তাদের উদাহরণ হচ্ছে কোন একটি বীজের মতো, যে বীজটি যমীনে রোপন করার পর তা থেকে সাতটি শীষ জন্মে এবং প্রতিটি শীষে একশটি করে শস্য দানা থাকে। আল্লাহ তা'আলা যাকে চান বহুগুণে বৃদ্ধি করে দেন। আল্লাহ তা'আলা সুবিশাল, মহাজ্ঞানী।

(সূরা বাকারাহ্ ২ ঃ ২৬১)

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন-

---

[১] সহিহ মুসলিম ৪৭৯১, ইসে হাঃ ৪৭৪৬, ইফাবা হাঃ ৪৭৪৫।

وَمَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللّٰهِ وَتَثْبِيْتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ

অর্থঃ আর যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য এবং নিজেদের আত্মা বলিষ্ঠ করার জন্য সম্পদ ব্যয় করে তাদের উপমা কোনো উঁচু ভূমিতে অবস্থিত একটি বাগান, যাতে মূষলধারে বৃষ্টি হয়, ফলে তাতে ফলমূল দ্বিগুণ জন্মে। অতঃপর যদি মূষলধারে বৃষ্টি নাও হয় তবে লঘু বৃষ্টিই যথেষ্ট। আর তোমরা যা করো আল্লাহ তা'আলা তার সম্যক দ্রষ্টা।
(সূরা বাকারাহ্ ২ ঃ ২৬৫)

হাদিসে বর্ণিত হয়েছে-

عَنْ خُرَيْمِ ابْنِ فَاتِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَنْفَقَ نَفَقَةً فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كُتِبَتْ لَهُ بِسَبْعِ مِأَةِ ضِعْفٍ

অর্থঃ খুরাইম ইবনে ফাতিক রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে (ব্যক্তি) আল্লাহর পথে একটি জিনিস দান করল, তার জন্য সাতশত গুণ সাওয়াব লিখা হবে।[১]

অপর একটি হাদিসে বর্ণিত হয়েছে-

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كَانَ لِيْ مِثْلُ أُحُدٍ ذَهَبًا لَسَرَّنِيْ أَنْ لَا تَمُرَّ عَلَيَّ ثَلَاثُ لَيَالٍ وَعِنْدِيْ مِنْهُ شَيْءٌ إِلَّا شَيْئًا أَرْصُدُهُ لِدَيْنٍ

অর্থঃ আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমার নিকট যদি উহুদ পাহাড় পরিমাণও স্বর্ণ থাকে, তাহলে তিন রাত অতিবাহিত হওয়ার

---

[১] সুনানে তিরমিযি ১৬২৫, ইফাবা হাঃ ১৬৩১; হাদিস সহিহ।

পরও তার সামান্য কিছু আমার কাছে অবশিষ্ট থাকুক তা আমি পছন্দ করি না। তবে হ্যাঁ ঋণ পরিশোধের জন্যে সামান্য যেটুকু প্রয়োজন। (কেবলমাত্র সেটুকু রেখে বাকিটুকু আল্লাহর পথে দান করে দিব)।[১]

عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ إِتَّقُوْا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ

অর্থঃ আদী ইবনু হাতিম রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, তোমরা জাহান্নাম হতে আত্মরক্ষা কর এক টুকরা খেজুর সদাকাহ করে হলেও।[২]

* আল্লাহকে ঋণ প্রদান।

আল্লাহ তা'আলা বলেন-

وَقَاتِلُوْا فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاعْلَمُوْا أَنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ - مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضٰعِفَهٗ لَهٗ أَضْعَافًا كَثِيْرَةً وَاللّٰهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ

অর্থঃ তোমরা আল্লাহর পথে যুদ্ধ কর। জেনে রাখ, নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ। (তোমাদের মধ্য থেকে) কে আছে, (এমন) যে আল্লাহকে উত্তম ঋণ দিবে? উত্তম ঋণ- অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাকে বহুগুণ সাওয়াব দান করবেন। আল্লাহ তা'আলা (মানুষের অর্থ ব্যবস্থাকে) সংকুচিত ও সম্প্রসারিত করেন এবং তারই সমীপে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে। (সূরা বাকারাহ্ ২ ঃ ২৪৪ - ২৪৫)

* আল্লাহর পথে আগে দানকারীর মর্যাদা।

আল্লাহ তা'আলা বলেন-

---

[১] সহিহ বুখারি ৬৪৪৫, ইফাবা হাঃ ৬০০১।

[২] সহিহ বুখারি ১৪১৭, ইফাবা হাঃ ১৩৩৪।

وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوْا فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلِلّٰهِ مِيرَاثُ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَٰئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِيْنَ أَنْفَقُوْا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوْا وَكُلًّا وَعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰى وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ

অর্থঃ আর তোমরা আল্লাহর পথে কেন ব্যয় করবে না? আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর মালিকানা তো আল্লাহরই। তোমাদের মধ্যে যারা (মক্কা) বিজয়ের পূর্বে (আল্লাহর পথে) ব্যয় করেছে ও যুদ্ধ করেছে, তারা এবং পরবর্তীরা সমান নয়। তারা মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ তাদের অপেক্ষা, যারা পরবর্তীকালে ব্যয় করেছে ও যুদ্ধ করেছে। (অবশ্য) আল্লাহ তা'আলা এদের সবাইকেই উত্তম পুরস্কার প্রদানের ওয়াদা দিয়েছেন। তোমরা যা কিছুই করো আল্লাহ তা'আলা সে সম্পর্কে অবগত রয়েছেন। (সূরা আল হাদীদ ৫৭ ঃ ১০)

* আল্লাহর পথে দানকারীকে দিগুণ পুরস্কার দেয়া হবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন-

أُولَٰئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوْا وَيَدْرَءُوْنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُوْنَ

অর্থঃ তাদেরকে দুবার পারিশ্রমিক প্রদান করা হবে, যেহেতু তারা ধৈর্যশীল এবং তারা ভালো দ্বারা মন্দের মোকাবেলা করে, আর আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা হতে তারা ব্যয় করে। (সূরা কাসাস ২৮ ঃ ৫৪)

* দান করলে আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রতিদান দেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন-

وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُوْنَ

অর্থঃ তোমরা যা কিছু আল্লাহর পথে (জিহাদের জন্যে) ব্যয় করবে, তা তোমরা পরিপূর্ণ ফিরে পাবে। এতে তোমাদের উপর অবিচার করা হবে না। (সূরা আনফাল ৮ ঃ ৬০)

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন-

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيْهِ إِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ فَيَقُوْلُ أَحَدُهُمَا اَللّٰهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا وَيَقُوْلُ الْاٰخَرُ اللّٰهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا

অর্থঃ আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখনই আল্লাহর বান্দারা প্রত্যুষে শয্যা ত্যাগ করে, তখনই দু'জন মালায়িকা (ফেরেশতা) অবতীর্ণ হন। তন্মধ্যে একজন বলতে থাকেন, হে আল্লাহ! তুমি দাতা ব্যক্তিকে প্রতিদান দাও। অন্য জন বলতে থাকেন, হে আল্লাহ! কৃপণ ব্যক্তিকে ধ্বংস করো।[১]

হাদিসে কুদসিতে আল্লাহ তা'আলা বলেন-

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللّٰهُ أَنْفِقْ يَا ابْنَ آدَمَ أُنْفِقْ عَلَيْكَ

অর্থঃ আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন, হে আদম সন্তান! তুমি দান করতে থাক, আমিও তোমাকে দান করব।[২]

* প্রিয় বস্তু আল্লাহর পথে ব্যয় করা।

আল্লাহ তা'আলা বলেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا أَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوْا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ وَاعْلَمُوْا أَنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ

---

[১] সহিহ বুখারি ১৪৪২, ইফাবা হাঃ ১৩১৮; সহিহ মুসলিম ১০১০।

[২] সহিহ বুখারি ৫৩৫২, ইফাবা হাঃ ৪৯৬১; সহিহ মুসলিম ২১৯৮, ইফাবা হাঃ ২১৭৭, ইসে হাঃ ২১৭৯।

অর্থঃ হে ঈমানদারগণ! যে সম্পদ তোমরা নিজেরা উপার্জন করেছ, সে পবিত্র (সম্পদ) এবং যা কিছু আমি তোমাদের জন্য যমীন থেকে বের করেছি, তার থেকে (একটি) উৎকৃষ্ট অংশ (আল্লাহর পথে) ব্যয় কর, (আল্লাহর জন্য এমন) নিকৃষ্টতম জিনিসগুলো বেছে রেখে তার থেকে ব্যয় করো না, যা অন্যরা তোমাদের দিলে তোমরা তা গ্রহণ করবে না, অবশ্য যা কিছু তোমরা অনিচ্ছাকৃতভাবে গ্রহণ করো তা আলাদা, তোমরা জেনে রেখো, আল্লাহ তা'আলা (তোমাদের দানের) মুখাপেক্ষী নন, সব প্রশংসার মালিক তো তিনিই। (সূরা আল বাকারাহ ২ঃ ২৬৭)

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন-

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ

অর্থঃ তোমরা কিছুতেই প্রকৃত কল্যাণ লাভ করতে পারবে না, যে পর্যন্ত না তোমাদের প্রিয় বস্তুগুলোকে আল্লাহর পথে ব্যয় করবে। (সূরা আল ইমরান ৩ ঃ ৯২)

* সচ্ছল ও অসচ্ছল অবস্থায় আল্লাহর পথে ব্যয় করা।

আল্লাহ তা'আলা বলেন-

الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ فِي السَّرَّآءِ وَالضَّرَّآءِ وَالْكَاظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ

অর্থঃ যারা সচ্ছল ও অসচ্ছল অবস্থায় দান করে, যারা ক্রোধ নিয়ন্ত্রণ করে এবং যারা মানুষকে ক্ষমা করে এসব নেককার লোককেই আল্লাহ তা'আলা ভালোবাসেন।
(সূরা আল ইমরান ৩ ঃ ১৩৪)

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَيُّ الصَّدَقَةِ أَعْظَمُ أَجْرًا قَالَ أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيْحٌ

شَحِيْحٌ تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَأْمُلُ الْغِنٰى وَلَا تُمْهِلُ حَتّٰى إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُوْمَ قُلْتَ لِفُلَانٍ كَذَا وَلِفُلَانٍ كَذَا وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ

অর্থঃ আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক সাহাবী আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে এসে বললেন, হে আল্লাহর রসূল! কোন সদাকাহর সওয়াব বেশী পাওয়া যায়? তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সুস্থ-কৃপণ অবস্থায় তোমার সদাকাহ করা যখন তুমি দারিদ্রের আশঙ্কা করবে এবং ধনী হওয়ারও আশা রাখবে। সদাকাহ করতে এ পর্যন্ত দেরী করবে না, যখন প্রাণবায়ু কুণ্ঠাগত হবে, আর তুমি বলতে থাকবে, অমুকের জন্য এতটুকু, অমুকের জন্য এতটুকু, অথচ তা অমুকের জন্য হয়ে গেছে।[১]

* দিবা-রাত্রি, প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সর্বাবস্থায় আল্লাহর পথে ব্যয় করা।

আল্লাহ তা'আলা বলেন-

الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ

অর্থঃ যারা নিজেদের সম্পদ রাতে ও দিনে, গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে, তাদের প্রতিদান তাদের রবের নিকট রয়েছে। আর তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না। (সূরা বাকারাহ ২ ঃ ২৭৪)

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন-

إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوْهَا وَتُؤْتُوْهَا الْفُقَرَآءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ

অর্থঃ (আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্যে) তোমরা যা কিছু দান করো, তা যদি প্রকাশ্যভাবে (মানুষদের সামনে) করো তা ভালো কথা (তাতে কোনো দোষ নেই), তবে যদি তোমরা তা (মানুষদের কাছে) গোপন রাখো এবং (চুপে চুপে) অসহায়দের দিয়ে দাও, তা হবে তোমাদের জন্যে উত্তম; (এ দানের কারণে) তিনি (আল্লাহ তা'আলা)

---

[১] সহিহ বুখারি ১৪১৯, ইফাবা হাঃ ১৩৩৬; সহিহ মুসলিম ১০৩২।

তোমাদের বহুবিধ গুনাহ খাতা মুছে দিবেন, আর তোমরা যাই করো না কেন, আল্লাহ তা'আলা সবকিছু সম্পর্কেই অবগত রয়েছেন। (সূরা বাকারাহ ২ ঃ ২৭১)

আল্লাহ তা'আলা বলেন-

وَالَّذِيْنَ صَبَرُوا ابْتِغَآءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوْا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَءُوْنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَٰٓئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ

অর্থঃ আর যারা তাদের রবের (প্রতিপালকের) সন্তুষ্টি লাভের জন্য ধৈর্যধারণ করে, সলাত কায়েম করে, আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা হতে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে এবং যারা ভালো দ্বারা মন্দ দূরীভূত করে, তাদের জন্য শুভ পরিণাম।
(সূরা রাদ ১৩ ঃ ২২)

ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوْكًا لَا يَقْدِرُ عَلٰى شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا

অর্থঃ আল্লাহ তা'আলা উপমা দিচ্ছেন, অপরের অধিকারভুক্ত এক দাসের যে কোনো কিছুর ওপর শক্তি রাখে না এবং এমন এক ব্যক্তির যাকে তিনি নিজ হতে উত্তম রিযিক দান করেছেন, আর সে তা হতে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে। (সূরা নাহল ১৬ ঃ ৭৫)

إِنَّ الَّذِيْنَ يَتْلُوْنَ كِتَابَ اللّٰهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوْا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُوْنَ تِجَارَةً لَنْ تَبُوْرَ

অর্থঃ নিশ্চয়ই যারা আল্লাহর কিতাব তিলাওয়াত করে, সলাত কায়েম করে, আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা হতে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে; তারাই আশা করে এমন ব্যবসায়ের, যার ক্ষয় নেই। (সূরা ফাতির ৩৫ ঃ ২৯)

* সামর্থানুযায়ী আল্লাহর পথে ব্যয় করা।

আল্লাহ তা'আলা বলেন-

فَاتَّقُوا اللّٰهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوْا وَأَطِيْعُوْا وَأَنْفِقُوْا خَيْرًا لِاَنْفُسِكُمْ

অর্থঃ সুতরাং তোমরা আল্লাহকে যথাসাধ্য ভয় করো, আর শ্রবণ করো, আনুগত্য করো ও (আল্লাহর পথে) ব্যয় করো তোমাদের নিজেদের কল্যাণের জন্য।

(সূরা আত তাগাবুন ৬৪ ঃ ১৬)

হাদিসে বর্ণিত হয়েছে-

عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّهَا جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا تُوْعِي فَيُوْعِيَ اللّٰهُ عَلَيْكِ ارْضَخِي مَا اسْتَطَعْتِ

অর্থঃ আসমা বিনতু আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, তিনি এক সময় নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট উপস্থিত হলে তিনি তাঁকে বললেন, তুমি সম্পদ জমা করে রেখো না, এরূপ করলে আল্লাহ তা'আলা তোমা হতে তা আটকে রাখবেন। কাজেই সাধ্যানুসারে দান করতে থাক।[১]

* বিত্তবান সামর্থানুযায়ী আল্লাহর পথে ব্যয় করবে।

মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন-

لِيُنْفِقْ ذُوْ سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهٖ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهٗ فَلْيُنْفِقْ مِمَّآ اٰتَاهُ اللّٰهُ

অর্থঃ বিত্তবান নিজ সামর্থ অনুযায়ী (আল্লাহর পথে) ব্যয় করবে এবং যার জীবনোপকরণ সীমিত সে আল্লাহ তা'আলা যা দান করেছেন তা হতে ব্যয় করবে।

(সূরা আত তালাক ৬৫ ঃ ৭)

* মুজাহিদ ও তার পরিবারকে সহযোগিতা করা।

হাদিসে বর্ণিত হয়েছে-

عَنْ زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ الْجُهَنِيُّ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَقَدْ غَزَا وَمَنْ خَلَفَهٗ فِيْ أَهْلِهٖ بِخَيْرٍ فَقَدْ غَزَا

---

[১] সহিহ বুখারি ১৪৩৪, ইফাবা হাঃ ১৩৫১।

অর্থঃ যায়িদ ইবনু খালিদ আল জুহানী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) সূত্রে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, যে ব্যক্তি কোন মুজাহিদকে আল্লাহর পথে জিহাদের সরঞ্জামের ব্যবস্থা করে দিলো, সেও যেন জিহাদ করলো। আর যে ব্যক্তি মঙ্গলের সাথে কোন মুজাহিদ পরিবারের দেখাশুনা করলো, সেও যেন জিহাদ করলো।[১]

মুমিনদের ব্যয়।

আল্লাহ তা'আলা বলেন-

الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُوْنَ

অর্থঃ যারা অদৃশ্যে ঈমান আনে, সলাত কায়েম করে এবং আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে। (সূরা বাকারাহ ২ ঃ ৩)

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন-

الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُوْنَ

অর্থঃ যারা সলাত কায়েম করে এবং আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে। (সূরা আনফাল ৮ ঃ ৩)

وَلَا يُنْفِقُوْنَ نَفَقَةً صَغِيْرَةً وَلَا كَبِيْرَةً وَلَا يَقْطَعُوْنَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللّٰهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ

অর্থঃ আর তারা ছোট বা বড় যাই ব্যয় করে এবং যে কোন প্রান্তরই অতিক্রম করে তা তাদের অনুকূলে লিপিবদ্ধ হয়, যাতে তারা যা করে আল্লাহ তা'আলা তা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর পুরস্কার তাদেরকে দিতে পারেন। (সূরা তাওবাহ্ ৯ ঃ ১২১)

الَّذِيْنَ إِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَالصَّابِرِيْنَ عَلٰى مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيْمِى الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُوْنَ

---

[১] সুনানে আবু দাউদ ২৫০৯, ইফাবা হাঃ ২৫০১, সুনানে তিরমিযি, ইফাবা হাঃ ১৬৩৪।

অর্থঃ আল্লাহর নাম স্মরণ করা হলে যাদের হৃদয় ভয়ে কম্পিত হয়, যারা তাদের বিপদ-আপদে ধৈর্যধারণ করে, সলাত কায়েম করে এবং আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা হতে ব্যয় করে। (সূরা হাজ্জ ২২ ঃ ৩৫)

تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

অর্থঃ তারা শয্যা ত্যাগ করে তাদের প্রতিপালককে ডাকে আশায় ও আশংকায় এবং আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা হতে তারা ব্যয় করে। (সূরা সাজদাহ্ ৩২ ঃ ১৬)

وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ

অর্থঃ আর তোমরা যা কিছু ব্যয় করো অথবা যা কিছু তোমরা মানত করো, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা জানেন। আর জালিমদের জন্য কোনো সাহায্যকারী নেই।

(সূরা বাকারাহ্ ২ ঃ ২৭০)

وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ

অর্থঃ তোমরা তো শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি হাসিলের জন্যই খরচ করে থাকো।

(সূরা বাকারাহ্ ২ ঃ ২৭২)

হাদিসে বর্ণিত হয়েছে-

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَصْلَتَانِ لَا تَجْتَمِعَانِ فِيْ مُؤْمِنٍ: اَلْبُخْلُ وَسُوْءُ الْخُلُقِ

অর্থঃ আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মু'মিনের মধ্যে দু'টি স্বভাব একত্রে জমা হতে পারে না, কৃপণতা এবং অসদাচরণ।[১]

[১] সুনানে তিরমিযি ১৯৬২, ইফাবা হাঃ ১৯৬৮, হাদিস সহিহ।

মুনাফিকদের ব্যয়।

আল্লাহ তা'আলা বলেন-

قُلْ أَنْفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَنْ يُتَقَبَّلَ مِنْكُمْ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا فَاسِقِيْنَ

অর্থঃ (হে রসূল!) বলুন, তোমরা ইচ্ছাকৃত অথবা অনিচ্ছাকৃত যাই ব্যয় করো, তোমাদের নিকট হতে তা কিছুতেই গৃহীত হবে না। নিশ্চয়ই তোমরা সত্যত্যাগী সম্প্রদায়।
(সূরা তাওবাহ্ ৯ ঃ ৫৩)

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন-

وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللّٰهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُوْنَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالٰى وَلَا يُنْفِقُوْنَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُوْنَ

অর্থঃ আর তাদের থেকে অর্থ সাহায্য গ্রহণ করা নিষেধ করা হয়েছে এজন্য যে, তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অস্বীকার করে, সালাতে শৈথিল্যের সাথে উপস্থিত হয় এবং অনিচ্ছাকৃতভাবে অর্থ সাহায্য করে। (সূরা তাওবাহ ৯ ঃ ৫৪)

আল্লাহ তা'আলা বলেন-

وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ

অর্থঃ আর মরুবাসীদের কেউ কেউ, যা তারা আল্লাহর পথে ব্যয় করে, তা অর্থদণ্ড বলে গণ্য করে এবং তোমাদের ভাগ্য বিপর্যয়ের প্রতীক্ষা করে। মন্দ ভাগ্যচক্র তাদেরই হোক। আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা, মহাজ্ঞানী। (সূরা তাওবাহ্ ৯ ঃ ৯৮)

কাফিরদের ব্যয়।

* কাফিরদের নেক আমল কোন কাজে আসবে না।

আল্লাহ তা'আলা বলেন-

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيْعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْاٰنُ مَآءً حَتّٰى إِذَا جَآءَهٗ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللّٰهَ عِنْدَهٗ فَوَفّٰهُ حِسَابَهٗ وَاللّٰهُ سَرِيْعُ الْحِسَابِ

অর্থঃ আর যারা কাফির তাদের (দৈনন্দিন) কার্যকলাপ মরুভূমিতে মরীচিকার মতো (একটি প্রতারণা), পিপাসার্ত মানুষ (দূর থেকে) তাকে পানি বলে মনে করলো; পরে যখন সে তার কাছে এলো তখন সেখানে পানির (মতো) কিছুই সে পেলো না, (এভাবে প্রতারণা ও মরীচিকার জীবন শেষ হয়ে গেলে) সে শুধু আল্লাহ তা'আলাকেই তার পাশে পাবে, অতঃপর তিনি তার পাওনা পূর্ণমাত্রায় আদায় করে দিবেন, নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা ত্বরিত হিসাব গ্রহণে সক্ষম। (সূরা নূর ২৪ ঃ ৩৯)

أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِيْ بَحْرٍ لُجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهٖ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهٖ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهٗ لَمْ يَكَدْ يَرٰهَا وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللّٰهُ لَهٗ نُوْرًا فَمَا لَهٗ مِنْ نُوْرٍ

অর্থঃ কিংবা (তাদের কর্মকান্ডের উদাহরণ হচ্ছে) অতল সমুদ্রের অভ্যন্তরস্থ গভীর অন্ধকারের মতো, অতঃপর তাকে একটি বিশাল আকারের ঢেউ এসে ঢেকে (আরো অন্ধকার করে) দিলো, তার উপর আরো একটি ঢেউ (এলো), তার উপর (ছেয়ে গেলো কিছু) ঘন কালো মেঘ; এক অন্ধকারের উপর (এলো) আরেক অন্ধকার; যদি কেউ (এ অবস্থায়) তার হাত বের করে, (আধাঁরের কারণে) তার তা (হাত) দেখার কোনো সম্ভাবনা থাকবে না; বস্তুত আল্লাহ তা'আলা যার জন্যে কোনো আলো বানাননি তার জন্যে তো (কোথাও থেকে) আলো থাকবে না। (সূরা নূর ২৪ ঃ ৪০)

আল্লাহ তা'আলা বলেন-

وَإِذَا قِيْلَ لَهُمْ أَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا أَنُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللّٰهُ أَطْعَمَهٗ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِيْ ضَلَالٍ مُبِيْنٍ

অর্থঃ আর যখন তাদেরকে বলা হয়, আল্লাহ তোমাদেরকে যে রিযিক দিয়েছেন তা হতে ব্যয় করো। তখন কাফিররা মু'মিনদেরকে বলে, আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করলে খাওয়াতে পারতেন আমরা কি তাকে খাওয়াবো? নিশ্চয়ই তোমরা স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রয়েছ।

(সূরা ইয়াসীন ৩৬ ঃ ৪৭)

*** কাফিরদের দানের উপমা।**

আল্লাহ তা'আলা বলেন-

مَثَلُ مَا يُنْفِقُوْنَ فِيْ هٰذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيْحٍ فِيْهَا صِرٌّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوْآ أَنْفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللّٰهُ وَلٰكِنْ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ

অর্থঃ এই পার্থিব জীবনে তারা যা ব্যয় করে, তার দৃষ্টান্ত হিমশীতল বায়ু, তা যে জাতি নিজেদের প্রতি জুলুম করেছে তাদের শস্যক্ষেত্রকে আঘাত করে ও বিনষ্ট করে। আর আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতি কোনো জুলুম করেননি, তারাই নিজেদের প্রতি জুলুম করে। (সূরা আল ইমরান ৩ ঃ ১১৭)

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন-

إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُنْفِقُوْنَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَسَيُنْفِقُوْنَهَا ثُمَّ تَكُوْنُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُوْنَ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا إِلٰى جَهَنَّمَ يُحْشَرُوْنَ

অর্থঃ আল্লাহর পথ হতে (লোকদের) বাধা প্রদান করার জন্য কাফিররা তাদের সম্পদ ব্যয় করে, অনন্তর তারা সম্পদ ব্যয় করতেই থাকবে; অতঃপর তাই তাদের আফসোসের কারণ হবে, এরপর তারা পরাভূত হবে। আর যারা কুফরী করে তাদেরকে জাহান্নামে একত্র করা হবে। (সূরা আনফাল ৮ ঃ ৩৬)

দানের ব্যাপারে সতর্কতা।

*** দান করার পর খোটা দেয়া যাবে না।**

আল্লাহ তা'আলা বলেন-

الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ أَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُوْنَ مَآ أَنْفَقُوْا مَنًّا وَلَا أَذًى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ

অর্থঃ যারা আল্লাহর পথে সম্পদ ব্যয় করে, অতঃপর যা ব্যয় করে তা বলে বেড়ায় না এবং কষ্টও দেয় না, তাদের পুরস্কার তাদের রবের নিকট রয়েছে। তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না। (সূরা বাকারাহ্ ২ ঃ ২৬২)

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُبْطِلُوْا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْاَذٰى

অর্থঃ হে ঈমানদারগণ! অন্যের কাছে বলে বেড়ায়ে এবং কষ্ট দিয়ে তোমাদের দান খয়রাতকে নষ্ট করো না। (সূরা বাকারাহ্ ২ ঃ ২৬৪)

কার্পণ্যতা না করা।

আল্লাহ তা'আলা বলেন-

هَآأَنْتُمْ هٰؤُلَآءِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهٖ وَاللّٰهُ الْغَنِىُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَآءُ

অর্থঃ তোমরাই তো তারা যাদেরকে আল্লাহর পথে ব্যয় করতে বলা হচ্ছে, অথচ তোমাদের অনেকে কৃপণতা করছে। আর যারা কার্পণ্য করে তারা তো নিজেদের প্রতিই কার্পণ্য করে। আর আল্লাহ তা'আলা অভাবমুক্ত এবং তোমরা অভাবগ্রস্ত।

(সূরা মুহাম্মাদ ৪৭ ঃ ৩৮)

وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنٰى - وَكَذَّبَ بِالْحُسْنٰى - فَسَنُيَسِّرُهٗ لِلْعُسْرٰى - وَمَا يُغْنِىْ عَنْهُ مَالُهٗٓ إِذَا تَرَدّٰى

অর্থঃ যে ব্যক্তি কার্পণ্য করেছে এবং বেপরোয়া ভাব দেখিয়েছে, এবং যে ভাল কথা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে, অতএব আমি তার দুঃখ কষ্টের জন্যে (এ পথে) চলা সহজ করে দিবো। তার (রাশি রাশি) ধনসম্পদ তার কাজে লাগবে না যখন তার পতন হবে।

(সূরা আল লাইল ৯২ ঃ ৮ - ১১)

কৃপণতার পরিণতি।

আল্লাহ তা'আলা বলেন-

الَّذِىْ جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهٗ - يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهٗ أَخْلَدَهٗ - كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِى الْحُطَمَةِ -

وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ - نَارُ اللّٰهِ الْمُوْقَدَةُ - الَّتِىْ تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ

অর্থঃ (আল্লাহর পথে খরচ না করে) যে লোক ধন সম্পদ সঞ্চয় করে এবং তা গুণে গুণে (হিসেব) রাখে। সে মনে করে তার ধন সম্পদ চিরদিন তার নিকট থাকবে। কক্ষনো নয়, সে ব্যক্তিতো চূর্ণ-বিচূর্ণকারী স্থানে নিক্ষিপ্ত হবে। তুমি কি জানো, সেই চূর্ণ-বিচূর্ণকারী স্থানটি কি? (তা হলো) আল্লাহর প্রজ্বলিত এক আগুন। যা (প্রচণ্ডভাবে উত্তপ্ত) কলিজা পর্যন্ত স্পর্শ করবে। (সূরা হুমাযাহ্ ১০৪ ঃ ২ - ৭)

হাদিসে বর্ণিত হয়েছে-

عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِتَّقُوْا الظُّلْمَ فَإِنَّ الظُّلْمَ

ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاتَّقُوْا الشُّحَّ فَإِنَّ الشُّحَّ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَمَلَهُمْ

عَلَى أَنْ سَفَكُوْا دِمَائَهُمْ وَاسْتَحَلُّوْا مَحَارِمَهُمْ

অর্থঃ জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা জুলুম থেকে বেঁচে থাকো, কারণ জুলুম কিয়ামতের দিন অন্ধকারের রূপ ধারণ করবে। আর কৃপণতা থেকে বেঁচে থাকো, কেননা কৃপণতার কারণেই তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিদেরকে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে। আর তারা অন্যায়ভাবে নরহত্যা করতো এবং হারামকে হালাল করে নিয়েছিলো।[১]

* লোক দেখানোর জন্য ব্যয় না করা।

আল্লাহ তা'আলা বলেন-

---

[১] সহিহ মুসলিম ৬৪৭০, ইফাবা হাঃ ৬৩৪০, ইসে হাঃ ৬৩৯০; মুসনাদে আহমাদ ১৪৪৬১।

كَالَّذِىْ يُنْفِقُ مَالَهٗ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَمَثَلُهٗ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهٗ وَابِلٌ فَتَرَكَهٗ صَلْدًا

অর্থঃ যে ব্যক্তি নিজের ধন সম্পদ লোক দেখানোর জন্য ব্যয় করে থাকে এবং আল্লাহ ও আখিরাতে ঈমান রাখে না। তার উপমা একটি মসৃণ পাথর যার ওপর কিছু মাটি থাকে, অতঃপর এর ওপর প্রবল বৃষ্টিপাত একে পরিস্কার করে রেখে দেয়।

(সূরা বাকারাহ্ ২ ঃ ২৬৪)

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন-

وَالَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهٗ قَرِيْنًا فَسَاءَ قَرِيْنًا

অর্থঃ আর যারা মানুষকে দেখানোর জন্য তাদের সম্পদ ব্যয় করে এবং আল্লাহ তা'আলা ও আখিরাতে বিশ্বাস করে না, (আল্লাহ তা'আলা তাদের পছন্দ করেন না)। আর শয়তান যদি কোনো ব্যক্তির সাথী হয় তাহলে (বুঝতে হবে) সে বড়োই খারাপ সাথী পেলো। (সূরা নিসা ৪ ঃ ৩৮)

সর্বোত্তম ব্যয়।

নাবী ﷺ বলেছেন-

عَنْ ثَوْبَانَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ دِيْنَارٍ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ دِيْنَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى عِيَالِهٖ وَدِيْنَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى دَابَّتِهٖ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَدِيْنَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى أَصْحَابِهٖ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ

অর্থঃ সাওবান রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, সর্বোত্তম দীনার হলো ঐ দীনার যা নিজের সন্তান-সন্ততি ও পরিবারের জন্যে ব্যয় করা হয়। আর সে দীনারও উত্তম যে দীনার জিহাদের উদ্দেশ্যে রক্ষিত পশুর জন্যে ব্যয় করা হয়। আর সে

দীনারও উত্তম, যে দীনার জিহাদে অংশগ্রহণকারী স্বীয় সঙ্গী-সাথীগণের জন্যে খরচ করা হয়।[১]

অপর হাদিসে বর্ণিত হয়েছে-

عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَفْضَلُ الصَّدَقَاتِ ظِلُّ فُسْطَاطٍ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَمَنِيْحَةُ خَادِمٍ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ أَوْ طَرُوْقَةُ فَحْلٍ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ

অর্থঃ আবু উমামা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সমস্ত দানের মধ্যে উত্তম দান হচ্ছে আল্লাহর পথে ছায়ার জন্য তাবু করে দেয়া এবং আল্লাহর পথে খাদেম উপহার দেয়া অথবা আল্লাহর পথে পূর্ণ যৌবনপ্রাপ্ত উট প্রদান করা।[২]

উপরোক্ত হাদিসে বলা হয়েছে যে, মুজাহিদদের জন্য রাস্তায় রাস্তায় ছায়ার ব্যবস্থা করা। এক্ষেত্রে তাবু খাটিয়ে কিংবা অন্য কোনভাবে ছায়ার ব্যবস্থা করা। যদি গ্রীষ্মকাল হয় তবে তাদের জন্য পান করার পানির ব্যবস্থা করা, শীতকাল হলে গরম দুধ বা চা এর ব্যবস্থা করা। সৈন্যদের খাবার রান্না করা, মালামাল সংরক্ষণ, কাপর চোপড় ধুয়া ইত্যাদি কাজে সার্বিকভাবে সহযোগিতা করা কিংবা এর জন্য লোক সরবরাহ করা। হাদিসে উটের কথা বলা হয়েছে, কারণ তখন উট ও ঘোরাই ছিলো জিহাদের একমাত্র বাহন, কিন্তু আধুনিক যুগে যুদ্ধে বিভিন্ন ধরনের যন্ত্রচালিত যান ব্যবহৃত হয়। যেমন- বাস, ট্রাক, লরি, মোটরগাড়ী, বিমান ইত্যাদি। তাই বর্তমানে উট বলতে প্রচলিত যানবাহনকেই বুঝাবে।

আল্লাহর পথে ব্যয় না করার পরিণাম।

আল্লাহ তা'আলা বলেন-

---

[১] সহিহ মুসলিম ৯৯৪, ইসে হাঃ ২১৮১; ইবনে মাজাহ ২৭৬০।

[২] সুনানে তিরমিযি, ইফাবা হাঃ ১৬৩৩; হাদিস সহিহ।

وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيْمٍ - يَوْمَ يُحْمٰى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوٰى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوْبُهُمْ وَظُهُوْرُهُمْ هٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُوْنَ

অর্থঃ আর যারা সোনা-রূপা জমা করে রাখে এবং তা আল্লাহর পথে খরচ করে না, (হে রসূল) আপনি তাদেরকে কঠোর শাস্তির সুসংবাদ দিন। জাহান্নামের আগুনে তা উত্তপ্ত করা হবে এবং তা দিয়ে তাদের কপাল, পিঠ ও পার্শ্বদেশ ছ্যাঁকা দেয়া হবে। (আর বলা হবে) এগুলো তো তোমরা যা জমা করে রেখেছিলে তাই, অতএব, এর স্বাদ তোমরা গ্রহণ করো। (সূরা তাওবাহ্ ৯ ঃ ৩৪ - ৩৫)

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ آتَاهُ اللّٰهُ مَالًا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثِّلَ لَهُ مَالُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ لَهُ زَبِيْبَتَانِ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يَأْخُذُ بِلِهْزِمَتَيْهِ يَعْنِي بِشِدْقَيْهِ ثُمَّ يَقُوْلُ أَنَا مَالُكَ أَنَا كَنْزُكَ ثُمَّ تَلَا لَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ . . . الْآيَةُ

অর্থঃ আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, যাকে আল্লাহ সম্পদ দান করেছেন, কিন্তু সে এর যাকাত আদায় করেনি, কিয়ামতের দিন তার সম্পদকে টেকো (বিষের তীব্রতার কারণে) মাথা বিশিষ্ট বিষধর সাপের আকৃতি দান করে তার গলায় ঝুলিয়ে দেয়া হবে। সাপটি তার মুখের দু'পার্শ্ব কামড়ে ধরে বলবে, আমি তোমার সম্পদ, আমি তোমার জমাকৃত মাল।[১] অতঃপর আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তিলাওয়াত করেন-

[১] সহিহ বুখারি ১৪০৩, ইফাবা হাঃ ১৩২১।

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَا آتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُوْنَ مَا بَخِلُوْا بِهٖ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"আল্লাহ তা'আলা যাদেরকে সম্পদশালী করেছেন অথচ তারা সে সম্পদ নিয়ে কার্পণ্য করছে, তাদের ধারণা করা উচিত নয় যে, সেই সম্পদ তাদের জন্য কল্যাণ বয়ে আনবে, বরং তা তাদের জন্য অকল্যাণকর হবে। অচিরেই কিয়ামাত দিবসে, যা নিয়ে কার্পণ্য করছে তা দিয়ে তাদের গলদেশ শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হবে।[১]

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন-

وَأَنْفِقُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا تُلْقُوْا بِأَيْدِيْكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوْا إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ

অর্থঃ আল্লাহর পথে অর্থ সম্পদ ব্যয় করো, (অর্থ সম্পদ আঁকড়ে ধরে) নিজেদের হাতেই নিজেদের ধ্বংসের অতল গহ্বরে নিক্ষেপ করো না এবং তোমরা (অন্য মানুষদের সাথে দয়া) অনুগ্রহ করো, অবশ্যই আল্লাহ তা'আলা অনুগ্রহকারী ব্যক্তিদের ভালোবাসেন।

(সূরা বাকারাহ ২ ঃ ১৯৫)

আবু ইমরান আসলাম ইবনে ইয়াযীদ রাদিয়াল্লাহু আনহু সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা কনস্টান্টিনোপল অভিমুখে বের হলাম। আমাদের সেনাপতি ছিলেন আব্দুর রহমান বিন খালিদ বিন ওয়ালীদ রাদিয়াল্লাহু আনহু। রোমের সৈন্যবাহিনী শহরের প্রাচীর-বেষ্টনীর বহির্বাগ থেকে প্রতিরক্ষায় নিয়োজিত ছিল। জনৈক মুসলিম সৈনিক শত্রুবাহিনীর উপর হামলা করে বসলো। লোকেরা বললো হায়, থামো! লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। সে নিজেকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। তখন আবু আইয়ুব আল আনসারী রাদিয়াল্লাহু আনহু (একজন সাহাবা) বলেন, এই আয়াত আমাদের আনসার সম্প্রদায় সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছিল। যখন আল্লাহ তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে সাহায্য করলেন এবং দ্বীন ইসলামকে বিজয়ী করলেন, আমরা বললাম, এসো! এবার আমরা নিজেদের ধন-সম্পদ দেখাশুনা ও ঠিকঠাকে মনোযোগ দেই। তখন মহান আল্লাহ এই আয়াত নাযিল করলেন, "এবং তোমরা আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় কর এবং (ব্যয় না করে) নিজেদেরকে তোমরা নিজ হাতে ধ্বংসের মধ্যে ছুঁড়ে ফেল না।"[২] আমাদের নিজেদের হাতকে ধ্বংসের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলার অর্থ হল ধন-সম্পদ নিয়ে ব্যস্ত থাকা, এর

---

[১] সূরা আল ইমরান ৩ ঃ ১৮০।

[২] সূরা বাকারাহ্ ২ ঃ ১৯৫।

পরিবৃদ্ধির জন্যে চেষ্টা করা এবং জিহাদ ছেড়ে দেয়া। আবু ইমরান রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, "আবু আইয়ুব আল আনসারী রাদিয়াল্লাহু আনহু সর্বদা মহান আল্লাহর পথে জিহাদে শরীক হতেন, অবশেষে তিনি জিহাদ করতে করতে কুস্তুনতুনিয়াতে সমাহিত হন।[১]

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ

[১] সুনানে আবু দাউদ ২৫১২, ইফাবা হাঃ ২৫০৪।

আপনার সংগ্রহে রাখার মত বই সমূহ

- **তাওহীদ**
  - আবু উসামা
- **শিরক**
  - আবু উসামা
- **তোমরা আল্লাহকে স্মরণ কর**
  - এ. আর. এম আহসান উল্লাহ
- **ঈমান ও কুফর**
  - এ. আর. এম আহসান উল্লাহ
- **তাগুত**
  - আবু আবদুল্লাহ
- **আনুগত্য**
  - আবু আবদুল্লাহ
- **মুনাফিকের পরিচয়**
  - আবু উসামা
- **আল্লাহর পথে জিহাদ**
  - আবু উসামা
- **পবিত্র কুরআনের বিষয়ভিত্তিক জিহাদের আয়াত সমূহ**
  - আবু উসামা
- **আল্লাহর পথে ব্যয়**
  - আবু উসামা
- **দ্বীন কায়েমের সঠিক আকীদাহ্**
  - শায়খ আবদুল হালীম
- **হাদিসের আলোকে আল জিহাদ**
  - শায়খ খালিদ সাইফুল্লাহ
- **বিভ্রান্তির বেড়াজালে আল জিহাদ**
  - শায়খ খালিদ সাইফুল্লাহ
- **যুগে যুগে শয়তানের হামলা**
  - শায়খ সোলাইমান বিন আবদুল্লাহ
- **আল্লাহর পথে অবরুদ্ধ ফকির যারা**
  - শায়খ আবু তাহমিদ
- **যে সকল ক্ষেত্রে কুফর প্রকাশ করা বৈধ**
  - শায়খ আবু বাছীর
- **দুই শতাধিক ইমাম ও দায়ীদের ফাতওয়া**
  - শায়খ আবু সুহাইব আবদুল আযীয